

কলকাতা উচ্চ আদালত  
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

উপস্থিতঃ মাননীয় বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত

সি. আর. আর. নং.-২০১৮ সালের ২৬৬৫

আই.এ নং. ২০২১-এর সি.আর.এ.এন ১ (২০১৯-এর পুরনো নম্বর সিআরএএন ২৭৩৯)

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে

হিন্দুস্থান ইউনিলিভার লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

সাথে

২০১৮ সালের সি. আর. আর. নং-২৬৬৬ সহ

২০১৯-এর. আই নং.সি. আর. এ.এন -১ (২০১৯-এর পুরনো সংখ্যা সি.আর.এ. এন ২৭৪০),  
২০২৩-এর সি.আর.এ.এন ৮

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে

চন্দ্রকান্ত পাগনিস ও আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য

শ্রী সব্যসাচী ব্যানার্জি আইনজীবী

শ্রী অনির্বাণ দত্ত আইনজীবী

শ্রী অভিজিৎ চৌধুরী আইনজীবী

কে. এম. সি-র জন্য

শ্রী গৌতম দিনহা আইনজীবী ,

শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর চ্যাটার্জি আইনজীবী

রাজ্যের জন্য

শ্রী ইমরান আলী, আইনজীবী ,

শ্রীমতি দেবজানি সাহু আইনজীবী

বিচার

২৭.০৯.২০২৩

**বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত-**

বর্তমান ফৌজদারি রিভিশনটি ফৌজদারি অধিনিয়মের ধারা 482 সঙ্গে পঠিত ধারা 397/401 এর অধীনে করা হয়েছে ২০১৪ সালের ৩৩ নং ফৌজদারি আপিল এবং ২০১৪ সালের ৩৪ নং ফৌজদারি আপিলের ক্ষেত্রে কলকাতার ফাস্ট ট্র্যাক ১ম আদালত বিচার ভবন কর্তৃক ২০১৮ সালের ১৮ই জুন তারিখে গৃহীত রায় ও আদেশ বাতিল করার জন্য, যার ফলে আপীলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৩-এর অধীনে প্রথম পর্যায় থেকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বিজ্ঞ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিষয়টি ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি বিবেচনা করার পরে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে নতুন রায় লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত সত্যটি হল যে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের একজন খাদ্য পরিদর্শক বর্তমান আবেদনকারী সংস্থার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছেন এবং মিঃ চন্দ্রকান্ত পাগনিসজীণী হলেণ এই বর্তমান আবেদনকারী সংস্থার প্রতিনিধি। ধারা ১৬ (১) (ক) (i) এবং (৭) খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন ১৯৫৪-এর অধীনে "রেড লেবেল ন্যাচারাল কেয়ার টি"-র ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের অভিযোগে অপরাধের জন্য ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছেন। উক্ত কার্যধারায় বিজ্ঞ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশ এবং রায় দ্বারা বর্তমান আবেদনটিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং এর ফলে তাদের প্রত্যেককে ৬মাসের জন্য

সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা দিতে এবং যদি না দিতে পারে এক মাসের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান আবেদনকারী ২০১৪ সালের ফৌজদারি নং ৩৩-এর মাধ্যমে বিজ্ঞ সিটি সেশনস কোর্ট, বিচার ভবন কলকাতায় একটি আপিল পেশ করেন। উক্ত আপিলটি বিজ্ঞ ফাস্ট ট্র্যাক ১ম আদালত, বিচার ভবন, কলকাতা দ্বারা শুনানি হয়েছিল। পক্ষগুলির শুনানি শেষে বিজ্ঞ ফাস্ট ট্র্যাক ১ম আদালত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ বাতিল করে আপিলটি মঞ্জুর করে। তবে, মামলাটি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার পর্যায় থেকে নতুন করে বিবেচনার জন্য সিনিয়র মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞ কোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে পক্ষগুলির কথা শোনার পর রায়টি সি.আর.পি.সিএর ধারা-৩১৩ অনুযায়ী পুনরায় লেখার নির্দেশ দেন।

উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে বর্তমান পুনর্বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে বিজ্ঞ আপিল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায়টি অবৈধতার শিকার হয়েছে আপিল আদালত যদিও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা প্রদত্ত রায়টিকে গুরুতর অসঙ্গতি এবং অস্পষ্টতার শিকার বলে বিবেচনা করেছে, তবুও তিনি বিষয়টি নতুন সিদ্ধান্তের জন্য ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রসিকিউশনের মামলাটি বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একদমই প্রমাণিত হয়নি। প্রসিকিউশন মামলার মৌলিক প্রমাণ অর্থাৎ এনালিস্ট রিপোর্ট এনালিস্ট নিজেই প্রমাণ করতে পারেনি

বিশ্লেষক নিজেই। বিজ্ঞ পৌর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এমন কিছু নেই যা বলে যে, 'চা' নামের খাদ্যদ্রব্যের ভুল ব্র্যান্ডিং কীভাবে করা হয়েছিল। এই ধরনের ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের কারণ বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মোটেও ছিল না, তাই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত ছিল বর্তমান আবেদনকারীকে খালাস দিয়ে মামলাটি খারিজ করে দেওয়া। বিজ্ঞ আপিল আদালত পৌর ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ে উপস্থিত অসঙ্গতিগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, কিন্তু ভুলবশত মামলাটি ফেরত পাঠিয়েছে।

আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে বিজ্ঞ আপিল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা দরকার এবং বর্তমান আবেদনকারী খালাস পাওয়ার যোগ্য কারণ মামলাটি বিজ্ঞ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রমাণিত হয়নি।

কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে বিজ্ঞ পৌর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলাটি পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রমাণ করেছে। খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন ১৯৫৪ এর ধারা ১৩(৫) এর বিধান অনুসারে, বিশ্লেষকের প্রতিবেদন চূড়ান্ত এবং একটি চূড়ান্ত প্রমাণ, তাই পৌর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে কোনও ত্রুটি নেই। তবে, এটি সত্য যে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আদালতের কাছে উত্থাপন করা হয়নি

কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সামনে রাখা হয়নি অভিযুক্ত ব্যক্তির সি. আর. পি. সি.-এর ধারা - ৩১৩ অনুযায়ী আবার যুক্তি দিয়েছিলেন যে উক্ত আইনের ৩২ ধারার বিধান অনুসারে, উক্ত আইনের ৩২ ধারার নির্দেশ অনুযায়ী খাবারের প্যাকেজিং, লেবেলিং করা উচিত। আবেদনকারী সংস্থা উক্ত আইনের ৩২ ধারার অধীনে বিধানগুলি মেনে চলেনি তাই আবেদনকারীর সম্পূর্ণ লঙ্ঘন হয়েছে এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলাটি সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনুন

প্রক্রিয়াগত অনিয়মের পাশাপাশি নথিভুক্ত উপকরণগুলি খতিয়ে দেখে আমাকে বিবেচনা করতে দিন যে বিজ্ঞ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই মামলায় বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে খাদ্য পরিদর্শক কী অভিযোগ করেছেন। এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে পণ্যটি অর্থাৎ "রেড লেবেল ন্যাচারাল কেয়ার টি" ভুল ব্র্যান্ড করা হয়েছে। পাবলিক এনালিস্ট এর রিপোর্ট এ বলা হয়েছে যে এটি পি.এফ.এ নিয়মের ৩৮ এবং ৩৯ বিধি লঙ্ঘন করে। ১৯৫৫ সালের খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ বিধিগুলির ৩৮ এবং ৩৯ বিধি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের ভুল ব্র্যান্ডিং নিম্নরূপ----

**৩৮. আইন বা নিয়মের উল্লেখ না থাকা লেবেল প্রয়োজনীয় বিবরণের সাথে পরস্পরবিরোধী —**

লেবেলটিতে আইন বা এই নিয়মগুলির কোনওটির কোনও উল্লেখ থাকবে না বা এই আইন বা এই নিয়মগুলির কোনওটির দ্বারা প্রয়োজনীয় কোনও বিবরণ বা ঘোষণার কোনও মন্তব্য বা রেফারেন্স বা ব্যাখ্যা থাকবে না, প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হতে হবে, এমন কোনো বিবৃতি ছাড়াই যা উপভোক্তাকে বিভ্রান করতে পারে।

### ৩৯.লেবেল, চিকিৎসা পেশার সুপারিশ বোঝায় ,এমন শব্দ ব্যবহার না করা..-----

বিক্রয়ের জন্য খাদ্য সম্বলিত কোনও প্যাকেজের লেবেলে "চিকিৎসা পেশার দ্বারা প্রস্তাবিত" শব্দগুলি বা এমন কোনও শব্দ প্রদর্শিত হবে না যা বোঝায় বা পরামর্শ দেয় যে খাবারটি চিকিৎসকদের দ্বারা সুপারিশ, নির্ধারিত বা অনুমোদিত।

প্রদর্শনী ৪ হল উক্ত চায়ের উপরের লেবেল। প্রদর্শনী ১২ হল সেই পাব্লিক এনালিস্ট-এর প্রতিবেদন, যিনি মনে করেন যে ব্রক বন্ড রেড লেবেল টি পি.এফ.এ বিধি ৩৮ এবং ৩৯ লঙ্ঘন করেছে। তাই এটি ভুল ব্র্যান্ড করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। "স্বীকার্যভাবে, উক্ত পাব্লিক এনালিস্টকে কখনই তার মতামতকে সমর্থন/প্রমাণ করার জন্য প্রসিকিউশন দ্বারা হাজির করা হয়নি। প্রসিকিউশন তাদের মামলার কোথাও ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের কারণ উল্লেখ করেনি। বিধি ৩৮ এবং ৩৯ পড়ার পরে আমার কাছে মনে হয় যে বিধানটিতেই ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। অভিযুক্ত চা টিকে ভুল ব্র্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করার নির্দিষ্ট কারণটি প্রকাশ করতে প্রসিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞ আপিল আদালত মতামত দিয়েছেন যে পাবলিক বিশ্লেষকের সাক্ষ্য ছাড়া প্রসিকিউশনের মামলা প্রমাণিত বলা যাবে না। উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৫) স্পষ্ট করে যে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি ফুডের পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত মতামত এবং সার্টিফিকেট চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত প্রমাণ হবে; তবে পাবলিক বিশ্লেষকের কাছে এই ধরনের সুযোগ নেই। পাবলিক বিশ্লেষকের প্রতিবেদন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হওয়া উচিত; আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কারণ

ভুল ব্র্যান্ডিংকে জনসাধারণের দ্বারা বিস্তারিত/ব্যাখ্যা করতে হবে কাঠামোর বিশ্লেষক এবং প্রতিরক্ষা পক্ষের উচিত ছিল জনসাধারণের বিশ্লেষককে জেরা করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া।

বিজ্ঞ আপিল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পুরো রায়ে প্রসিকিউশন মামলার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি নিয়ম ৩৮ এবং ৩৯ পিএফ বিধিও পর্যবেক্ষণ করেছেন যার পরিবর্তে আপিল আদালত বিষয়টি ফেরত পাঠিয়েছে। বিজ্ঞ আপিল কোর্ট মামলাটি ফেরত নেওয়ার কোনও কারণ নির্ধারণ করেনি। এই কারণে বিতর্কিত রায়টি আমার কাছে যথাযথ বলে মনে হয়।

যখন আপিল আদালতে কোনও রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং যখন আপিল আদালত মামলার অসঙ্গতিগুলি পর্যালোচনা করে। তখন আপিল আদালতের কাছে আপিলের অনুমতি দিয়ে সম্পূর্ণ মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার একমাত্র বিকল্প থাকে। মামলার ত্রুটি এবং অসঙ্গতিগুলি কেবলমাত্র ধারা 313 Cr.P.C এর অধীনে অভিযুক্তের পরীক্ষার পর্যায় থেকে মামলাটি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে নিরাময় করা যাবে না। অধিকন্তু, আপিল আদালত অবশ্যই অভিযুক্তকে যে ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে তা নিরাময় করার জন্য প্রসিকিউশনকে অনুমতি দেয়নি। আপিল আদালতের কেবল অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার জন্য মামলার অসঙ্গতিগুলি খুঁজে বের করার দায়িত্ব রয়েছে।

সমগ্র বিষয়বস্তু বিবেচনা করে এবং বিজ্ঞ আপিল আদালত কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হয় যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলাটি ফেরত পাঠানোর নির্দেশনা ভুল।

২০১১ সালের ফৌজদারি মামলা নং ২ (ডি) সম্পর্কিত সিনিয়র মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায় ও সাজা বাতিল করার বিষয়ে আপিল আদালতের রায় নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবেদনকারীরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযায়ী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়নি বলে মনে হয় এবং তারা এতদ্বারা মামলা থেকে খালাস পেয়েছে।

আবেদনকারীরা জামিনে রয়েছেন; তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে।

অতএব, উপরের পর্যবেক্ষণগুলিতে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়া হল।

সংযুক্ত সি.আর এ এন আবেদনগুলি যদি মূলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হল।

তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনের ধারাবাহিকতা চলাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো স্থগিতাদেশের আদেশও বাতিল হয়ে যাবে।

সার্ভারের অনুলিপি এবং রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি সাধারণ শর্তাবলী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে।

(বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত)

## **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**